145543 - ঘুমরে সহহি যকিরিসমূহ

প্রশ্ন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে সহহি সনদে বর্ণতি ঘুমরে যকিরিসমূহ কী কী? আমি সগেুলো পূর্ণরূপে জানতে চাই। আল্লাহ আপনাদরেকে সর্বোত্তম প্রতদিান দনি।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

হাদসিে উদ্ধৃত ঘুমরে সহহি যকিরিরে সংখ্যা অনকে। যমেন:

সূরা নাস, সূরা ফালাক ও সূরা ইখলাস পড়ে দুই হাতরে তালুতে ফুঁক দওেয়া।
আয়াতুল কুরসী পড়া।
সূরা বাকারার শষে দুই আয়াত পড়া।
সূরা কাফরিুন পড়া।
সূরা ইসরা পড়া।
সূরা যুমার পড়া।
بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا.
اللهم إني أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إلَيْكَ، وَأَلْجَأتُ ظَهْرِيْ إلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ، لَا مَلْجَأ وَلَا مَنْجا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.
بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا، وَإنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ
তত্রেশি বার সুবহানাল্লাহ, তত্রেশি বার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রশি বার আল্লাহু আকবার বলা।
اَللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ
اَللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.
اَللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ، اللَّهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.
بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِيْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِيْ، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِيْ، وَفُكَّ رِهَانِيْ، وَاجْعَلْنِيْ فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى.

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

উত্তর:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সুন্নতে ঘুমরে বশিুদ্ধ যকিরিরে সংখ্যা অনকে। এমনকি ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'জনেে রাখুন, এ অধ্যায়ে বর্ণতি হাদীস ও আছাররে সংখ্যা অনকে। আমরা যা উল্লখে করছেি কোনো ব্যক্তি যদি এগুলোর উপর আমল করার তৌফকি লাভ করে তাহলে এগুলো তার জন্য যথষ্টে। এগুলোর অতরিক্তি বর্ণনা আমরা বাদ দয়িছেি এই আশঙ্কায় য, কউে এতগুলো পড়তে গয়িে একঘয়েঁমেতিে আক্রান্ত হব। উত্তম হচ্ছে ব্যক্তি উক্ত অধ্যায়ে উল্লখিতি সকল যকিরি পড়ব। যদি সে তা করতে না পারে তাহলে গুরুত্বপূর্ণ যকিরিগুলো থকেে যে কয়কেটি পারে সগেুলো পড়ব।'[আল-আযকার (পৃ. ৯৫) গ্রন্থ থকেে সমাপ্ত]

এ অধ্যায়রে সহহি হাদীসসমূহ আমরা এখানে সংকলন করছ:

- সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে দুই হাতরে তালুতে ফুঁক দওেয়া

আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণনা করনে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে ঘুমানোর জন্য বছিানায় শোয়ার পর নজিরে দুই হাতরে তালু একত্র করে তাতে ফুঁক দয়িে তারপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়তনে। অতঃপ তা দয়িে শরীররে যতটুকু সম্ভব মুছতনে। দুই হাত দয়িে মাথায় ও চহোরায় শুরু করতনে। তারপর শরীররে সম্মুখভাগে মুছতনে। এভাবে তনি বার করতনে।"[হাদীসটি বুখারী (৫০১৭) বর্ণনা করনে]

- আয়াতুল কুরসী পড়া

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: (একবার) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে রমযানরে যাকাত (ফতিরা) দখোশনো করার দায়ত্বি দনে। (আমি পাহারা দওেয়ার সময়) একজন আগন্তুক এসে আঁজলা ভরে খাদ্যদ্রব্য নতিে লাগল। আমি তাকে ধরে ফললোম এবং বললাম, 'তোকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পশে করব।' তনিি পূর্ণ হাদীস বললনে। এর মধ্যে রয়ছেে আগন্তুক বলল: "যখন তুমি বছিানায় (শোয়ার জন্য) যাবে তখন আয়াতুল কুরসি পড়ব। এতে করে আল্লাহর তরফ থকেে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক নযিুক্ত থাকব। সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসবে না।" (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে, "শোনো! সে নজিে ভীষণ মথি্যাবাদী; কন্তিু তোমাকে সত্য কথা বলছে। সে মূলত শয়তান।"[হাদীসটি বুখারী (২৩১১) বর্ণনা করনে]

- সূরা বাকারার শেষে দুই আয়াত পড়া

আবূ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষের আয়াতদ্বয় কোনো রাতে তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াতদ্বয় যথেষ্ট হয়ে যাবে।

আলেমরা ‘যথেষ্ট হয়ে যাবে’ কথাটির অর্থ প্রসঙ্গে মতভেদ করেছেন। কারো কারো মতে: রাতের বিপদাপদ রোধের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন: রাতের কিয়ামের পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যাবে। উভয় অর্থ উদ্দিষ্ট হতে পারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

- সূরা কাফিরূন পড়া

নওফেল আল-আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তুমি সূরা কাফিরূন পড়ে তা শেষ করার পর ঘুমিয়ে যাবে। কারণ এটি শিরক থেকে মুক্তি।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৫০৫৫) বর্ণনা করেন। ইবনে হাজার ‘নাতায়জেুল আফকার’ (৩/৬১) গ্রন্থে এ হাদিসটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

- সূরা ইসরা পড়া

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বনী ইসরাইল ও সূরা যুমার না পড়ে ঘুমাতেন না।”[হাদীসটি তিরমিযী (৩৪০২) বর্ণনা করে বলেন: হাদীসটি হাসান। হাফেয ইবনে হাজার ‘নাতায়জেুল আফকার’ গ্রন্থে এ হাদিসকে হাসান বলে গণ্য করেছেন]

- সূরা যুমার পড়া

পূর্বোক্ত হাদীসটিই এর স্বপক্ষে দলীল।

- بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

(বিসমিকাল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া-আহইয়া পড়া)

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতে গেলে بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا “হে আল্লাহ! আপনার নাম নিয়েই আমি মৃত্যু বরণ করছি (ঘুমাচ্ছি)। আর আপনার নাম নিয়েই জীবিত (জাগ্রত) হবো” পড়তেন। আর ঘুম থেকে ওঠার পর পড়তেন الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ “হামদ-প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাদেরকে জীবিত করলেন। আর তাঁরই নিকট সকলের পুনরুত্থান।”[হাদীসটি বুখারী (৬৩২৪) বর্ণনা করেন]

- اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ: وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসলামাতু নাফসি ইলাইকা ওয়া-ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহি ইলাইকা ওয়া-ফাওয়াদ্বতু আমরি ইলাইকা, ওয়া-আলজাতু যাহরি ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া-রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মানজা মনিকা ইল্লা ইলাইকা। আমানতু বকিতাবকিাল্লাযি আনযালতা, ওয়া-নাবয়িযকিাল্লাযী আরসালতা)

বারা ইবনে আযবি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: তুমি শোয়ার সময় নামাযরে জন্য অযু করার মত করে অযু করবে। তারপর ডান কাতে শুয়ে বলবে:

اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ: وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

“হে আল্লাহ! আমি নিজিকে আপনার কাছে সঁপে দলিাম। আমার যাবতীয় বষিয় আপনার কাছইে সোপর্দ করলাম। আমার চহোরা আপনার দকিইে ফরোলাম। আমার পৃষ্ঠদশেকে আপনার দকিইে ন্যস্ত করলাম। আপনার প্রতি অনুরাগী হয়ে এবং আপনার ভয়ে ভীত হয়ে। একমাত্র আপনার নকিট ছাড়া আপনার (পাকড়াও) থকেে বাঁচার কোনো আশ্রয়স্থল নইে এবং মুক্তরি কোনো উপায় নইে। আমি ঈমান এনছেি আপনার নাযলিকৃত কতিাবরে উপরে এবং আপনার প্ররেতি নবীর উপরে।” তুমি যদি এ অবস্থায় মারা যাও তাহলে ফতিরাতরে উপর মারা গলে। এগুলোকে তোমার সর্বশষে বাক্য বানাও। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারংবার এটি পড়ে শুনালাম। যখন اَللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ـতে পৌঁছলাম তখন বললাম وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ তনি (শুধরে) বলে দলিনে: না, وَرَسُولِكَ”[হাদীসটি বুখারী (৬৩১১) ও মুসলমি (২৭১০) বর্ণনা করনে]

- بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

(বসিমকিা রাব্বি ওয়াদা’তু জাম্বী, ওয়া-বকিা আরফাউহু। ইন আমসাক্তা নাফসি ফারহামহা ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বমিা তাহফাযু বহি ইবাদাকাস সালহিীন)

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: তোমাদরে কউে যখন বছিানায় (শুতে) যায় তখন তার উচতি লুঙ্গরি ভতিররে অংশ দয়িে বছিানা ঝড়েে নয়ে। কারণ সে জানে না সে চলে যাওয়ার পরে সখোনে কী পততি হয়ছে। এরপর তার বলা উচতি: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ “হে আমার রব! আপনার নামে আমি আমার পার্শ্বদশে রখেছে (শুয়ছে), আপনারই নামে তা উঠাবো। যদি আপনি (ঘুমন্ত অবস্থায়) আমার প্রাণ আটকে রাখনে, তাহলে আপনি তাকে দয়া করুন। আর যদি আপনি

তা ফরেত পাঠান, তাহলে আপনি তার হফোযত করুন যভোবে আপনি আপনার সৎকর্মশীল বান্দাদরেকে হফোযত করে থাকনে।”[হাদীসটি বুখারী (৬৩২০) ও মুসলমি (২৭১৪) বর্ণনা করনে]

- তত্রেশি বার সুবহানাল্লাহ, তত্রেশি বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রশি বার আল্লাহু আকবার পড়া:

আলী ইবনে আবী তালবি রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: ফাতমো রাদয়িাল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে খাদমে চাইতে আসলে তনিি বললনে: “আমি কি তোমাকে এর চয়েে ভালো কছিুর সংবাদ দবি না? তুমি ঘুমরে সময় তত্রেশি বার সুবহানাল্লাহ, তত্রেশি বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রশি বার আল্লাহু আকবার পড়বে।” আমি এরপর কখনো তা ছড়েে দইিনি। তাকে জজ্ঞিাসা করা হলো: সফ্ফিীনরে রাতওে না? তনিি বললনে: ‘সফ্ফিীনরে রাতওে না।’[হাদীসটি বুখারী (৫৩৬২) ও মুসলমি (২৭২৭) বর্ণনা করনে]

- اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

(আল্লাহুম্মা ক্বনিি আযাবাকা ইয়াওমা তাব‘আসু ইবাদাকা)

হাফসা রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতে যতেনে তখন তার ডান হাত গালরে নচিে রখেে তনি বার বলতনে: اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ “আল্লাহ! আপনি যদেনি আপনার বান্দাদরে পুনর্জীবতি করবনে, সদেনি আপনার আযাব থকেে আমাকে রক্ষা করুন।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৫০৪৫) বর্ণনা করনে। ইমাম ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে হাদীসটকিে সহীহ বলে গণ্য করনে]

- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ

(আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্ব‘আমানা ওয়া-সাক্বানা ওয়া-কাফানা ওয়া-আ-ওয়ানা, ফাকাম-মম্মিান লা কাফয়িা লাহু ওয়ালা মুউইয়া)

আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বছিানায় আশ্রয় নতিনে তখন বলতনে: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যনিি আমাদরেকে আহার করয়িছেনে, পান করয়িছেনে, আমাদরে প্রয়োজন পূরণ করছেনে এবং আমাদরেকে আশ্রয় দয়িছেনে। কনেনা, বহু লোক আছে যাদরে প্রয়োজনপূরণকারী কউে নইে এবং যাদরে আশ্রয়দানকারীও কউে নইে।”[হাদীসটি মুসলমি (২৭১৫) বর্ণনা করনে]

- اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

(আল্লাহুম্মা খালাক্বতা নাফসি ওয়া-আন্তা তাওয়াফ্ফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহইয়াহা। ইন আহইয়াইতাহা ফাহফাযহা, ওয়া-ইন আমাত্তাহা ফাগফরি লাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফয়িাতা)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু এক ব্যক্তকিে নর্িদশে দনে যনে সে শুইতে গলেে এটি পড়ে: اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ “হে আল্লাহ! আপনি নশ্চিয় আমার আত্মাকে সৃষ্টি করছেনে এবং আপনি তার মৃত্যু ঘটাবনে। তার মৃত্যু ও তার জীবন আপনার মালকিানায়। যদি তাকে বাঁচয়িে রাখনে তাহলে আপনি তার হফোযত করুন, আর যদি তার মৃত্যু ঘটান তবে তাকে মাফ করে দনি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নরিাপত্তা চাই।” লোকটি বলল: আপনি কি এটি উমর থকেে শুনছেনে? তনিি বললনে: “উমররে থকেে উত্তম ব্যক্তরি কাছ থকেে শুনছে।ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছ থকেে শুনছে।ি”[হাদীসটি মুসলমি (২৭১২) বর্ণনা করনে]

- اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

(আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতসি সাবই ওয়া-রাব্বাল আরদ্বি ওয়া-রাব্বাল আরশলি আযীম, রব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাই’ইন, ফালক্বিাল হাব্বি ওয়ান-নাওয়া, ওয়া মুনযলিাত তাওরাতি ওয়াল-ইঞ্জলি ওয়াল-ফুরক্বান। আউযু বকিা মনি শার্রি কুল্লি শাই’ইন আন্তা আখযিুন বি-নাসয়িাতহি। আল্লাহুম্মা আন্তাল আউয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আন্তাল আখরিু ফালাইসা বা’দাকা শাইউন। ওয়া আন্তায যাহরিু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইউন। ওয়া আন্তাল বাত্বনিু ফালাইসা দূনাকা শাইউন। ইক্বদ্বি আন্নাদ-দাইন ওয়া-আগননিা মনিাল ফাক্বর।ি)

সুহাইল বলনে: আবু সালহে আমাদরেকে নর্িদশে দতিনে যে আমাদরে কউে যদি ঘুমানোর জন্য শুতে যায় তাহলে যনে ডান কাতে শুয়ে পড়ে:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ

“হে আল্লাহ! হে সপ্ত আকাশরে রব, যমনিরে রব, মহান আরশরে রব, আমাদরে রব ও প্রত্যকে বস্তুর রব! হে শস্য-বীজ ও আঁটি বদিীর্ণকারী! হে তাওরাত, ইঞ্জলি ও কুরআন নাযলিকারী! আমি প্রত্যকে এমন বস্তুর অনষ্টি থকেে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার (মাথার) অগ্রভাগ আপনি ধরে রখেছেনে (নয়িন্ত্রণ করছনে)। হে আল্লাহ! আপনইি প্রথম, আপনার পূর্বে কছিু ছলি না। আপনি সর্বশষে, আপনার পরে কছিু থাকবে না। আপনি সব কছিুর উপর,ে আপনার উপরে কছিু

নইে। আপনি সর্বনকিটে, আপনার চয়েে নকিটবর্তী কছিু নইে। আপনি আমাদরে সমস্ত ঋণ পরশিোধ করে দনি এবং আমাদরেকে অভাবগ্রস্ততা থকেে অভাবমুক্ত করুন।” তনিি এ হাদসিটি আবু হুরাইরা থকেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সূত্রে বর্ণনা করনে।[হাদীসটি মুসলমি (২৭১৩) বর্ণনা করনে]

- اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ، اَللَّهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বি-ওয়াজহকিাল কারীম ওয়া-কালমিাতকিাত্তামাহ মনি শার্রি মা আনতা আখযিুন বি-নাসয়িাতহি। আল্লাহুম্মা আন্তা তাকশফিুল মাগরামা ওয়াল-মা’সামা। আল্লাহুম্মা লা ইউহযামু জুন্দুকা ওয়ালা ইউখলাফু ওয়া‘দুকা। ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল-জাদ্দি মনিকাল জাদ্দু। সুবহানাকা ওয়াবহিামদকিা)

আলী রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুইতে গলেে বলতনে: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ، اللَّهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ “হে আল্লাহ! আমি আপনার সম্মানতি চহোরা ও পূর্ণ বাক্যসমূহরে ওসীলায় এমন সকল কছিুর অনষ্টি থকেে আশ্রয় চাইছি যা আপনার নয়িন্ত্রণে। হে আল্লাহ! আপনইি তো ঋণরে বোঝা ও পাপাচার থকেে আশ্রয় প্রদান করনে। হে আল্লাহ! আপনার বাহনিী পরাজতি হয় না, আপনার ওয়াদা ভঙ্গ হয় না। কোনো ক্ষমতা-প্রতপিত্তরি অধকিারীর ক্ষমতা ও প্রতপিত্তি আপনার কাছে কোনো কাজে লাগবে না। আপনার প্রশংসাসহ পবত্রিতা ঘোষণা করছি।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৫০৫২) বর্ণনা করনে। ইমাম নববী ‘আল-আযকার’ (পৃ. ১১১) গ্রন্থে এবং ইবনে হাজার ‘নাতায়জেুল আফকার’ (২/৩৮৪) গ্রন্থে এ হাদসিটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

- بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى

(বসিমলি্লাহি ওয়াদ্‌বা‘তু জাম্বী, আল্লাহুম্মাগফরিলি যাম্বী, ওয়া-আখসি’ শাইত্বানী, ওয়া ফুক্কা রহিানী, ওয়াজ‘আলনী ফনি্নাদয়িযলি আ‘লা)

আবুল আযহার আল-আনমারী বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শোয়ার সময় বলতনে: بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى “আল্লাহর নামে শয়ন করলাম। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করে দনি। আমার শয়তানকে বতিাড়তি করুন। আমার বন্ধন মুক্ত করুন এবং আমাকে সর্বোচ্চ সভার অন্তর্ভুক্ত করুন।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৫০৫৪) বর্ণনা করনে। ইমাম নববী ‘আল-আযকার’ (পৃ. ১২৫) ও হাফযে ইবনে হাজার ‘নাতায়জেুল আফকার’ (৩/৬০) গ্রন্থে এটকিে হাসান বলে গণ্য করনে]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।